গৌরীশঙ্কর দে

দুটি সনেট

১.
পেত্রার্কীয় ঈর্ষা

ইজারা নিয়ে কিছু পলাশ-শিমুল
চোরকাঁটা হারিয়েছে আনন্দ আশ্রমে,
আনন্দের সঙ্গে শেষ হয়ে ক্রমে
সনেটে রয়েছে শুয়ে মুকেশমুকুল
হয় তুমি তৃণমূল, নয় পদ্মফুল—
গড়িয়াহাটার মোড় থেকে বৃদ্ধাশ্রমে,
ভেঙেছো মায়ের মুর্তি গড়তে গিয়ে ক্রমে,
অনেক হেঁটেছো পথ, বুড়ো বনফুল।

পড়ে আছো আজ এক কোণে ভাঙা টবে,
নিথর শরীরে ফুলে ফোটে কি নির্জনে?
সুগন্ধ ছিল না ছিল জঙ্গলের নেশা,
তবুও চাওনি যেতে বনমহোৎসবে।
বনজ কুসুম হয়ে ছিলে সঙ্গোপনে,
হারিয়ে ফেলেছে আজ বনেরও অন্বেষা।

২
শেক্সপীয়ারের লেখা

এতো যে ব্যাথার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে
রয়েছে নক্ষত্রগুলো রাতের আকাশে,
তারা কী আমাকে বলে ইনিয়েবিনিয়ে
দেখো মহাকাশ শুয়ে রয়েছে ওপাশে।

তুমিও ঘুমিয়ে পড়ো, বলবে না জানি
ঘুমের চেয়েও বড়ো ঘুম জেগে আছে।
মৃত্যু যার ছদ্মবেশ, না চোখ-রাঙানি
ঘুম পাড়াবে না জানি, যতক্ষণ গাছে,

ঘুমিয়ে রয়েছে পাখি, হে রাজা লীয়ার,
আমার কলম এঁকে যাবে ছায়াপথ,
যেভাবে গীতবিতান, কথামৃত, আর
জাগ্রত বিশ্বের চোখে সাগর-পর্বত।

সেখানে কীসের ঘুম, কর্ডেলিয়া, হাসো,
এঁকে যাচ্ছে ভ্যান গগ, আঁকছেন পিকাসো।